দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... NOV 04 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যথেচ্ছাচার

বিগত কয়েক বছরের মতো এ বছরও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণে বিলম্ব ঘটবে এবং এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে নতুন বই হাতে পাবে না বলে সংবাদপত্রের খবরে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি প্রায় অভিন্ন। গত মঙ্গলবার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দেশের ৭৭ হাজার ৬৮৫টি প্রাথমিক স্কুলের প্রায় দু'কোটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বই ছাপানো দরকার ৫ কোটি ৬০ লাখ। এই বিপুলসংখ্যক বই ছাপাতে লাগবে অন্তত তিন মাস, সেই সাথে বিতরণের জন্য লাগবে ১৫ থেকে ৩০ দিন। অর্থাৎ, ছাত্র- ছাত্রীদের হাতে পৌঁছানোর জন্য অন্তত চার মাসের সময় প্রয়োজন। অথচ, এখনো মুদ্রণ কাজই শুরু হয়নি। অন্যদিকে দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণাসহ পুরনো বছরের সমাপ্তি টানবার কথা। এ হিসাবে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে আগামী জানুয়ারী থেকে। কিন্তু প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ডিসেম্বরের আগে মুদ্রণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরাও আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের আগে নতুন বই হাতে পাবে না।

এই অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ উল্লেখকালে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশায় সরকার এ বছর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য বাজেটে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখেনি। ওদিকে বিশ্ব ব্যাংক এই মর্মে শর্ত আরোপ করেছে যে, সকল পুস্তক দেশের চিহ্নিত ১১১টি প্রেস থেকে ছাপাতে হবে। প্রেস মালিকদের সমিতি এর প্রতিবাদ জানায় এবং দেশের সকল প্রেসই একযোগে বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত প্রত্যাখ্যান করে। ফলে একদিকে বিশ্ব ব্যাংক সাহায্য করা থেকে পিছিয়ে যায় এবং অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঋণ নিয়ে নতুন পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়। সেই থেকে সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সরকার ও প্রেস মালিকদের মধ্যে দরকষাকষি চলছে এবং সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিলেও এখনো মুদ্রণ কাজ শুরু হয়নি। বলা হচ্ছে, ডিসেম্বর মাসে তা শুরু হতে পারে।

ওদিকে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও নানামুখী জটিলতা দেখা দিয়েছে। অন্য একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আগামী ২০০০ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই পরিমার্জনা ও সংশোধন করার পদক্ষেপ বিলম্বের অন্যতম কারণ। ১৯৯৬ সালে নতুন কারিকুলামে বই মুদ্রণের পর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবারই প্রথম মাধ্যমিক স্তরের বইগুলোতে সবচেয়ে বেশী সংশোধনী আনার পদক্ষেপ নিয়েছে। সে অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলোর অধিকাংশে তথ্য ও বানান সংশোধন করা হবে। আর নতুন তথ্য ও বিষয়বস্তু সংযোজিত হবে নবম শ্রেণীর ১০টিসহ মোট ১৬টি পুস্তকে।

মাধ্যমিক স্তরে বিলম্বের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হিসেবে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ এবং মুদ্রাকর তথা প্রেস মালিকদের শ্লথ গতিকে দায়ী করা হয়েছে। এনসিটিবি মুদ্রণের কার্যাদেশ দিয়েছে গত ৯ সেপ্টেম্বর এবং কার্যাদেশ প্রাপ্ত ১২২টি প্রেসের অধিকাংশই এখনো মুদ্রণ কাজ শুরু করেনি। জানা গেছে, নগদ মূল্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে নির্ধারিত কাগজ কেনার ব্যাপারে প্রেস মালিকরা গড়িমসি করছেন। এ প্রসঙ্গে অন্য একটি কারণ উল্লেখকালে জানানো হয়েছে যে, বিগত ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৮০ লাখ বই এখনো অবিক্রীত রয়েছে এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকররা এই বিপুল ক্ষতি এড়ানোর জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এদের পক্ষ থেকে গোপন কোনো কারসাজির কারণে মুদ্রণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার তাগিদ এসেছে। সেই সাথে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, মুদ্রাকর ও প্রকাশকরা যদি বাতিল ঘোষিত ৮০ লাখ বই বাজারে ছেড়ে দেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভ্রান্ত যেমন হবে, তেমনি হবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আমরা মনে করি, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুলের সকল স্তরেই নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত পরিস্থিতি অত্যন্ত আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের দরকষাকষি বা গড়িমসির কথা বিবেচনায় নিয়েও একথা না বলে পারা যায় না যে, সকল বিলম্বের পেছনে দায়ী প্রধানত সরকারী কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত নীতি ও যথেচ্ছাচার। প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ব্যয়ের জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দ না রাখা এবং বিশ্ব ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল থাকার মতো তথ্যগুলো কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নকে সামনে এনেছে। অন্যদিকে পরিমার্জনা, সংশোধনী এবং নতুন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এনসিটিবি টেন্ডার আহবান করা ও কার্যাদেশ দেয়াসহ মুদ্রণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে অনেক দেরীতে। আর এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুদ্রাকররাও যথেচ্ছাচার শুরু করেছে। আমরা এই শ্লথ গতি ও যথেচ্ছাচারের তীব্র নিন্দা করি এবং দ্রুত মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করার দাবী জানাই। প্রতিবছর প্রায় নিয়মিতভাবে বিলম্ব করার প্রচলিত নীতি ও নিয়মেরও আমরা বিরোধিতা করি। আমরা আশা করি, এখন থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার অনেক আগে এমন সময়ে মুদ্রণ কাজে হাত দেয়া হবে যাতে নতুন ক্লাসের প্রথম দিনটিতেই ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক পেতে পারে। পুরানো বা বাতিল কোনো বই যাতে তাদের বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও আমরা দাবী জানাই।